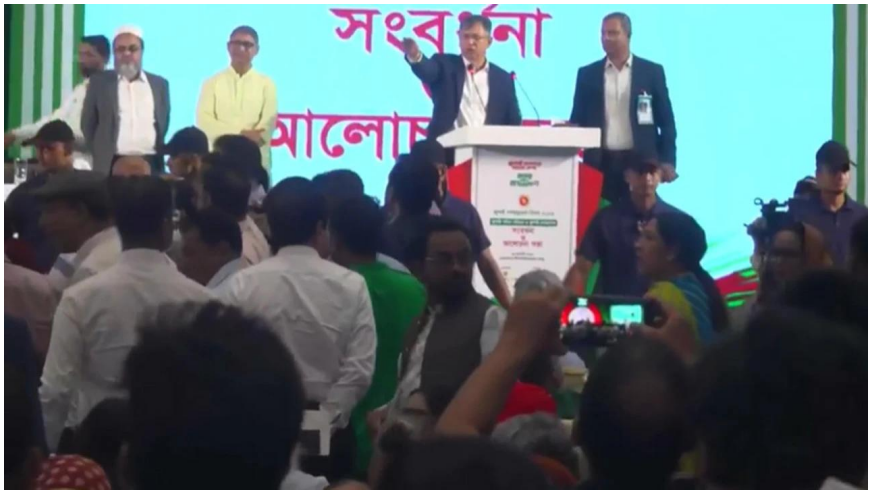
জুলাই শহীদদের ডকুমেন্টারি ঘিরে রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে উত্তেজনা



ছবি: সংগৃহীত

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত শহীদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত একটি প্রামাণ্যচিত্র (ডকুমেন্টারি) ঘিরে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রামাণ্যচিত্রে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, শহীদদের আত্মত্যাগ এবং আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়নি—এমন অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ জানান শহীদ পরিবারের সদস্য ও জুলাই যোদ্ধারা। রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতেই মিলনায়তজুড়ে হট্টগোল শুরু হয়।

বুধবার (৫ আগস্ট) রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে জুলাই শহীদদের স্মরণে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিলনায়তনের বিভিন্ন স্থান থেকে উপস্থিত অনেকে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। তাদের অভিযোগ, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, শহীদদের আত্মত্যাগ, আন্দোলনের বিস্তৃত প্রেক্ষাপট এবং বিভিন্ন ঘটনার উপস্থাপনায় ঘাটতি রয়েছে। একপর্যায়ে পুরো মিলনায়তনে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং অনুষ্ঠান সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হয়।

LENS ASIA

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রথমে মঞ্চে এসে উপস্থিতদের শান্ত হওয়ার আহ্বান জানান মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী। তবে তার আহ্বানের পরও প্রতিবাদ অব্যাহত থাকায় পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বক্তব্য দেন। তিনি আন্দোলনের অন্যতম নেতা আক্তার হোসেনকে বক্তব্য দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান এবং বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের আশ্বাস দেন।

আক্তার হোসেন বক্তব্যে উপস্থিত জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের শান্ত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, তাদের উত্থাপিত অভিযোগ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে এবং সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তার বক্তব্যের পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়।

এরপর আবারও মঞ্চে এসে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী ডকুমেন্টারিতে থাকা অসম্পূর্ণতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, শহীদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের মধ্য থেকে একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে প্রামাণ্যচিত্রটি পুনরায় পর্যালোচনা করা হবে। তাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন এনে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, শহীদদের আত্মত্যাগ এবং আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ প্রেক্ষাপট যুক্ত করা হবে।

এই ঘোষণার পর প্রতিবাদকারীরা শান্ত হন এবং অনুষ্ঠানের পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে আসে। পরে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বাকি কর্মসূচি সম্পন্ন হয়।

তবে অনুষ্ঠানের শেষদিকে বক্তব্য দেওয়ার সময় এনসিপির নেতা আক্তার হোসেনও একই অভিযোগ পুনরায় তুলে ধরেন। পরে রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিয়ে তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মিলনায়তন ত্যাগ করেন।